তারিখ ... 15 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

ফুলপুরে ১১ প্রা. স্কুল জাতীয়করণ বঞ্চিত

শিক্ষকদের মানবেতর জীবন

প্রতিনিধি, ফুলপুর (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত ১১টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও জাতীয়করণ হয়নি। ফলে ঐসব বিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধশত শিক্ষক পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছেন। সেই সাথে উন্নয়ন বঞ্চিত হচ্ছে গ্রামীণ জনপদের এসব প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

জানা গেছে, ২০১২ সনের পূর্বে বিদ্যালয়ের নামে দলিলকৃত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাসিক বেতন, ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ফীডিং ও উপবৃত্তি কার্যক্রম থেকে তারা বঞ্চিত।

উপজেলা শিক্ষা অফিসসূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সনে উপ-সচিব নুজহাত ইয়াসমিন স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনপূর্বক মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা শিক্ষা অফিস জাতীয়করণ না হওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরেজমিন পরিদর্শন করেন। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন জেলা অফিসে প্রেরণ করা হয়নি।

ফুলপুর উপজেলার বনগাঁও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আব্দুল আউয়াল, আলোকদি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম, রামকৃষ্ণপুরের ফারজানা খাতুন, কৈচাপুরের রেহেনা খাতুন, বাইশকাহনিয়ার হাবিবুন্নাহার, শালিকাকান্দার হাবিবুর রহমান ওয়াহাব, পলাশকান্দার আরিফুল আলম, বনোয়াকান্দা (কমিউনিটি)'র আব্দুর রশিদ, মারুয়াকান্দির এনামুল হক রুবেল, চারালপাড়ার নিলুফা ইয়াসমিন ও আরাটন কানপাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইয়াহিয়া খান সবুজ এর সাথে কথা বললে তারা জানান, শিক্ষা অফিস থেকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে অচিরেই এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। এসব বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি ঝড়ে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার নীলুফার হাকিমের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, যাচাই বাছাইপূর্বক অচিরেই এসব বিদ্যালয়ের প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে।

ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে জাতীয়করণের আওতায় আনলে এবং স্কুল ফীডিং ও উপবৃত্তি চালু করলে এসব বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে ও ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমবে।